

রামমোহন দাস
৬১১.৪
৭১১.৪

অদেহিনী

জন্ম
২০৪

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

প্রণীত

প্রকাশক

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

২০১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,

কলিকাতা

১৩১২

V-52576

63800

পরিগ্রহন সংখ্যা

তারিখ

২২-০৭-২০২৩

কলিকাতা

কুলমুন প্রিন্টিং ওয়ার্কসে

পি, সি, মুখার্জি এণ্ড সন্স

দ্বারা মুদ্রিত।

ভারতের

স্বদেশ-ভক্ত নর নারীর



স্বদেশিনীকে

অর্পণ করিলাম।

পৌষ, ১৩১২।

}

রচয়িত্রী।

13714

13714

13714

13714

13714

13714

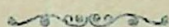
13714

সূচী ।

আশীর্বাদ	...	...	...	১
রাখী-সংক্রান্তি	...	...	...	২
আবাহন গীত	...	...	...	২
যশোদার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি	...	...	...	৪
শ্রীমাদ্‌পূজা	...	...	...	৫
অঙ্গচ্ছেদ	...	...	...	৬
রাখী-মন্ত্র	...	...	...	৭
মাতৃ-স্তোত্র	...	...	...	৮
মিলন গীত	...	...	...	৯
আগমনী	...	...	...	১০
বদ্র ভঙ্গে কৃষ্ণকের গান	...	...	...	১১
শিবাজী উৎসব	..	...	...	১২
আদেশ-বাণী	...	...	...	১২
শ্রীমাদ্‌সঙ্গীত	...	...	...	১৪
কে যাবে	...	...	...	১৫
আত্মোদ্বোধিতা	...	...	...	১৫
ঋণ-শোধ	...	...	...	২৫
সমুদ্র-গর্জন শ্রবণে	...	...	...	২৫



সদেশিনী ।



আশীর্ব্বাদ ।

এস শিরে লয়ে আশীর্ব্ব মাতার
 পর অঁটি অঙ্গে বর্ষ একতার
 ধরহ একতা কিসের ভয়
 লাহস বাহার তাহারি জয় ।
 ভেরী শঙ্খনাদে করি ঘোর ধনি
 জাগায়ে নিদ্রিতে কাঁপায়ে অবনী
 নবীন আশার রোলে
 দ্রুত আর আর আর চলে—
 যেমন বাটিকা ধায় ।
 (নহে মলয়ার বায়)
 যেমন অলিয়া শিখা
 মুহূর্ত্ত মাঝে বিনাশে নগর গ্রাম ;—
 শুধু ধূমে হয়নাক কাম ।
 তাই এতদিনে যদি কুটেছে নয়ন
 মনের মাহাত্ম্য কর না নিধন
 কারো কাছে কভু,—প্রাণ কিবা ধন—
 যদি স্থাপিবে জগতে বাঙ্গালী নাম ।

(২)

রাখীসংক্রান্তি ।

আজি কি শুভদিন আইল
চির-মনোরথ পূরিল ;
মা তোমার কোটি কোটি পুত্রগণ
ছিল মোহ নিদ্রাতরে বিচেতন
আজিকার নব তপন কিরণে
সবে অঁখি মেলি জাগিল ।
পূজিতে তোমার পুণ্য-চরণে
সমবেত সবে দেখ এক সনে
মা-মা-মা-মা-বলে বিদারি গগনে
হের অঁখি নীরে ভাসিল ।
কই মা কোথা মা রাজ-রাজেশ্বরী
কি ভ্রমে আছিহু তোমারে পামরি —
কোলে নে মা নে মা আর ভুলিবনা
বলিয়া চরণে লুটিল ।

আহ্বান গীত ।

(১)

বদি দেখিতে পেয়েছ পথ এস তবে এস চলে
আর চেওনা পশ্চাতে ফিরে এস চলে দুর্গা বলে ।
ওরে বসন ভূষণ ধন মান নিরে স্নকৌশলে
ঐ শত শত ভিক্ষা ঝুলি ঝুলায়ে দিয়েছে গলে ।

মজ্জা দেখে ফাটে বুক মরি রে গুমরি ফুলে
 এত যে জননী প্রাণে সহ্য সে পাষণী বলে ।
 বাছা, ভিখারীর কিসে লজ্জা, পর-মজ্জা ফেল্ খুলে ;
 ফেলে দে ভিক্ষার ঝুলি দলিয়া চরণ নুলে ।
 ছুটিয়া মায়ের কোলে ধৈর্যে যবে আসে ছেলে
 কে পারে রোধিতে তারে বলে ছলে কি কোশলে !
 আছি বাছ বাড়াইয়া কোলে যবে নিতে তুলে
 কি ভয় কি ভয় ওরে আসিতে মায়ের কোলে ।

আর আর সব ছিঁড়িয়া বাঁধন
 নবেগে আপন ছুটিয়া
 নিয়মিত পথে কতই ভ্রমিবি
 চির নিশি দিন লুটিয়া !
 আমি চেয়ে আছি দেখিতে তোদের
 বিপুল শৌর্য-গরবে
 রচি শত গান দিবস নিশীথে
 পাঠাই আবেগ নীরবে !
 অন্ধের মতন দ্বারে বসে বসে
 কতই কাঁদিস্ কাঁছনী !
 কে দিবে তোদের ইঙ্গিত রতন
 করে তুলে বন্ড তা গুনি ।
 ঝটিকার মত আর—উজ্জ্বল—

—উদান বেগে ছুটিয়া—

বরতরা মোর সাধের ভাঙা

চোরে ঐ নিল লুটিয়া ।

ওধু মূহ গীতি নধুর ছন্দে

জাগে রে অনস কামনা ;

প্রাণের তালে আর বাজাইয়া

গুরু গভীর বাজনা ।

স্থির সৌদামিনী মেঘের মাঝারে

থাকে সে গোপন-নিভূতে

হাঁকিলে অশনি কড় কড় কড়—

আসে সে আহবে মাতিতে ।

যশোদার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি ।

এ কিরে আপন জননী !

ভুষায় আকুল বন বাটে বাটে

চরায়ে গোধান ফিরি মাঠে মাঠে

যরে এলে কিরে 'বাধা' দিস্ শিরে

আদরে ভূলায়ে রাখিস লুকায়ে

ফীর-সর আর নবনী !

কিছু ছল পেলে বেঁধে উত্তমলে

রাখিস দিবস রজনী ;

(৫)

এ কি রে আপন জননী।—
 বুঝেছি এবার তুমি পর-মাতা,
 নহিলে সন্তানে দাও এত বাধা,
 দেখিব খুঁজিয়া মা-কোথা মা-কোথা ?
 তোমারে ত্যজিব পাযাগী !

শ্যামাপূজা ।

আসিস যদি শিবের সতী,
 অন্নপূর্ণার রূপে ঘরে
 তবেই তোরে পূজবে শ্যামা
 দীনা বদ্ব ভক্তিভরে।
 জঠর আলায় জলে বদ্ব
 রক্ত দেখে দহে অঙ্গ
 শবাসনা উলাঙ্গিনী
 খরসান অসি করে।
 তুমি বরাতর দাত্রী,
 তুমি যে মা জগদ্ধাত্রী,
 কেন হলে দিগম্বরী
 মুণ্ডমাগী শবোপরে।

অঙ্গচ্ছেদ ।

কে বলে ভেঙ্গেছে অঙ্গ ভেঙ্গেছে মোহের বাসা,—
জাগিরা উঠেছে বঙ্গ হৃদয়ে তরুণ আশা ।

ভেঙ্গেছে ঘূমের বোর
নিরাশ বিলাস-চোর

ঐ উদিত সূর্যের ভোর—কাকলী নবীন ভাষা,
কে বলে ভেঙ্গেছে বঙ্গ ভেঙ্গেছে মোহের বাসা ।
তবে ঘৃণিত বিলাসবাস চরণে দলিয়া সই
কল্যাণী নবীন সাজে সাজলো মঙ্গলময়ি ।
দাও প্রবাহিত ক্ষতে অমৃত প্রলেপ স্নেহে,
কোমল শীতল কর বুলাও পীড়িত দেহে ;
বোয়াও নয়ন-নারী নায়ের বেদনা অই,
দেহ শক্তি সঞ্চারিয়া অঙ্গে অঙ্গে শক্তিময়ি ।
দেহ দেহ নবশিক্ষা নবমস্ত্রে লহ দীক্ষা
ভুলাও ভারতে ভিক্ষা, দেহ প্রাণে নব বল ;
ছুখিনীর ছুখনীর মুছাইতে চল চল ।

শত সূত শত সূতা

হইলে দেবা-নিরতা

মুহূর্ত্তে দূরবে ব্যথা, আসিবে নবীন বল,
নায়ের আশীষে হবে গৃহে গৃহে স্তমঙ্গল ।

রাখী মন্ত্র ।

(১)

আজিকার দিনে অরিয়া মায়ের মুখ,
 হরিষে-বিবাদে বাধিল মঙ্গল রাখী ;
 পূতচিত্তে শুভক্ষণে ওই ভূজমূলে,
 অচ্ছেদ্য বন্ধনে ; হিন্দু মুসলমান ভুলি ;
 যে আশায়—দৃঢ়তম—অটুট রহুক
 সেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ; এ প্রার্থনা চির,—
 কল্মক্ষেত্রে বেন এই পবিত্র বন্ধন
 দানে সদা বজ্র-শক্তি ও বাহু যুগলে

(২)

অল্পপমা আর্ধ্যাবামা করহ স্মরণ !
 কর মনে দ্রৌপদীর বেণীবান্ধা পণ !
 কঠিন পণের গুণে
 সাবিত্রী শমনে জিনে
 কেমনে দানিয়াছিল মৃতের জীবন ;
 ব্রতশীলা আর্ধ্যাবামা আছিল কেমন !
 রণে ভঙ্গ দিয়ে পতি
 ফেরে গুনে আর্ধ্যাসতী
 করেছিল পুরদ্বারে অর্গল বোজন !
 কর মনে দ্রৌপদীর বেণীবান্ধা পণ !

সে দিন গরণ করে
 সে ত্রত হৃদয়ে ধরে,
 ঘরে-গরে সমাদরে করহ প্রেরণ
 সুপবিত্র মেহসূত্র রাখীর বন্ধন ।
 ভুলি হিন্দু মুসলমান
 প্রীতিসূত্র কর দান ;
 বাধ সূত্র সূত্র-মূলে বিরাট জীবন ।
 কর মনে দ্রোপদীর বেণীবান্ধা পণ !

মাতৃ স্তোত্র ।

নমো নমঃ জননী,—
 অশেষ গুণ ধারিণী,
 নিত্য-সদয়া, চিত্ত-হরষা,
 রোদ্র-কণক-বরণী ;
 শম্প-স্তাম্বলা, কুন্দ-ধবলা,
 অম্বু-মেখলা ধারিণী ;
 নিত্য-নবীনা, চিত্ত-দ্রবীণা,
 সপ্ত-স্বর-সুভামিণী ;
 তুঙ্গ-হৃদয়া, দিক-বলয়া,
 শিঙ্ক-মলয়া-শাসিনী ;
 দীপ্তি-প্রোজলা, চন্দ্র-কুন্তলা,
 অজ-বিলোল-লোকণী,
 স্রোত-মধুরা, নীর-জীর-ধারা, !

সস্তাপ-জরা-নাশিনী ;
 জ্যোৎস্না-মধুর-হাসিনী ।
 পল্লী-শোভনা, মল্লি-ভরণা,
 দ্রুম-চামর-ধারিণী ;
 লোক-বন্দিতা, বেদ-ছন্দিতা,
 জ্ঞান-বিজ্ঞান-বাদিনী ।
 লক্ষ-প্রসূতা, মোক্ষ-জ্ঞানদা,
 অযুত-সুত-শালিনী ;
 কৃত্য-কুশলা, বিত্ত-বহুলা,
 চিত্ত-বেদন-হারিণী,
 জয়দে, জয়-দায়িনী ;
 নমঃ নমো জননী ।

মিলন গীত ।

আজি ভাই বোনে মিলিয়াছি মোরা
 পূজিতে তোমারে জননী ;
 কুকথা কুপুত্র থাকে শত শত
 জননী কতুনা সন্তানে বিরত,
 অপরাধ ভুলে নে মা কোলে তুলে
 প্রভাত বিবাদ রজনী ।
 কলঙ্ক-কালিমা করিতে ধানন
 সমবেত তব পুত্র কন্যাগণ,

হৃৎধৈন্য যত

দূর পরাহত

চরণ পরশে জগন্মাত্রে

স্বাগত পার্বতী

নহ জুতি গীতি

শত হৃদি উখিত বাণী

হৃদয়ে দেহ ভক্তি

বাহতে দেহ শক্তি

হৃদয় স্নেহে ভবানী ।

বঙ্গ ভঙ্গে কৃষকের গান ।

ঐ ভরাগাঙ্গে এসেছে জোয়ার

ও ভাই বাট চলে আর আর কে ঘাবি পার ।

ওঠে উঠুক বাতাস ভর কি তাতে

এবার পাকা মাষি আছে সাথে

তায় আশার পশরা মাথে ওরে ছুওগো ব্যাপার—

বাট চলে আর—আর কে ঘাবি পার ।

‘বদর’ বলে নৌকা খুলে সাহস-পালে যাব চলে

দাঁড়িয়ে আর থাকবনা কুলে লেগেছে বেজার ।

ওরে ছপর রোদে কাটিয়ে মাথা সার হয়েছে ছেঁড়া কাঁথা

মরে অনাহারে বৃদ্ধা মাতা—বলবো কত শুনবি কি আর ;

ও ভাই ঘরের লক্ষী পরকে দিয়ে ঘুরে বেড়াই ছয়ার-ছয়ার ।

এবার পণ করেছি শোন্‌রে মিতে ঘুরব না আর পথ বিপথে

পাবই অন্ন আশেক রেতে—চিনির বলদ নয়কো এবার !



শিবাজী উৎসব ।

আজি গাও গাও গাও খুলে মন প্রাণ—
 ভারতের কথা ভারতের গাথা
 ভারত বীরের যশোগান ।
 সदा বীর-প্রস্থ ভারত জননী
 বীর-রক্ত-মাংসে কহিছুর মণি
 স্বর শিবময় শিবাজী কাহিনী
 সহায় ভবানী অমূল্য দান ।
 গাও গাও গাও খুলে মন প্রাণ ।
 কত শিবময় সে শিব-কাহিনী
 কত শক্তিময় সে শিব-বাহিনী
 বল শিব-শিব জপ শিব-বাণী
 নাশিবে অশিব সে শিব গান ।
 শিব-শিব মন্ত্রে ভারত দীক্ষিত
 গাও দেখি বঙ্গ করিয়া কম্পিত
 হর-হর-হর পুণ্যময় গীত
 কোটি কোটি কণ্ঠে নিলায়ে তান ।

আদেশবাণী ।

ঐ শোন শোন কাহার আদেশ
 হতেছে ধ্বনিত বিষানে
 পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে
 নৈঋতে অগ্নি ঈশানে ।

(১৩)

সুখ-দুখ-শোক সকল পাসরি
চলেছে ছুটিয়া কোটি নরনারী ;—
রাজা মহারাজা দরিদ্র ভিখারী
মিলিয়া ধরেছে নিশানে ।

চলেছে ভাসিয়ে যে তরঙ্গ-যানে
কার সাধা এরে কিরার শাসনে ;
বাধা বিঘ্ন সারি পড়িবে প্রসারি
বিপুল জীবন সঙ্গমে ।

বাজ তবে শিঙা ঘন ঘন ঘোর,
বল ভারতের অমানিশা ভোর ;
যে আছে নিদ্রিত ভেঙ্গে থাক ঘোর—
নব-রবি-চ্ছটা গগনে ।

নগরে নগরে গ্রাম গ্রামান্তরে
কার স্তুতি-গীতি কম্পিত সমীরে ;—
পত-পত-পত পতাকার শিরে
শোভিছে ভারত গগনে ?

বান্ধালী-বিহারী-শিখ-উৎকল,
মারাঠা-পাণ্ডব-পাঠান-মোগল
চলেছে ঘুরে ঘুরে করি কোলাহল ;—
কি জানি কারে আস্থানে ।

বাক ওরে শিঙা ভঁর ভঁর ভৌম
চমকিয়া ধরা মরুগিরি ব্যোম ;
বল—সত্যজয় জয়ন্ত ধরম—
কি ভয় হৃদয় মিলনে ।

দেবের ছন্দুতি তারত গগনে
উঠেছে বাজিয়ে, ভয় কি মিলনে ;
যেখানে একতা সিদ্ধি সেই থানে
কি ভয় জননী পূজনে ।

শ্রীমা সঙ্গীত ।

মা বলে কে ডাকবে তোরে
করালিনী তুই রে কালী ।
মা হলে সন্তানের বুকে
চেলে দিতিস এমন কালী !
লোল-জিহ্বা-ভয়ঙ্করী
কি দিয়ে তোর পূজা করি ;—
ভয় পেয়ে ত্রিপুরারী
দেছেন পদে অঙ্গ ঢালি !
সংহার-রূপিনী তুমি
সংহার এ কর্ম-ভূমি ;—
রক্তবীজে বধেছিস্ ত
জন্মবীজে গারিসনে খালি !

কে যাবে ?

কে যাবে আইন ধর হাত ।
 বা স'বার সহিয়াছি
 বা ব'বার বহিয়াছি
 —বাড় বাঙা অশনি সম্পাত ;
 বাধা-বিঘ্ন নাহি ডরি
 স্বীয়ালোক অনুসরি
 দূর বর্ত্তা করিব পশ্চাৎ,—
 কে যাবে আইন ধর হাত ।
 যা ছিল বন্ধন ঘোর
 একে একে মুক্ত মোর—
 এবে পূর্ণ মুক্তিগম্য রাত ;
 কে যাবে আইন মোর সাথ
 —কে আছে সে দুর্বল অনাথ ।

আত্মদ্রোহিতা ।

কোথা গেল সেই স্বর্ণলঙ্কাপুরী
 বীর-মণি-খনি রক্ষক নগরী
 আপনি প্রচেষ্টা তুলিয়া লহরী
 ধোয়াইত যার চরণ তল ।

2576

 AcM. 62 6500 800
 22-09-2028

দোদীপ্ত-প্রতাপ কোথা সে রাবণ
কোথা ইন্দ্রজিত রাক্ষস নন্দন
কোথা ভীমকায় সে কুস্তকরণ
লক্ষ লক্ষ রক্ষ বীর সকল ।

জগতে অতুল রক্ষ সভাস্থান
দ্বিতীয় সমুদ্র পরিধি সমান
দেব-শিল্পী বিশ্বকর্মার নিৰ্ম্মাণ
যে সভা গৌরবে ছিল অতুল ।

বিরাজিত বাহে রাজেন্দ্র রাবণ
মন্ত্রণা-কুশল সচিব সারণ
লক্ষ লক্ষ রক্ষ বৃদ্ধ অতুলন
সংগ্রামে ভীষণ বীরেন্দ্র কুল ।

যেই সভাস্থলে সভয়ে পবন
আপনি বহিত মন্দ সমীরণ
ত্রিদিবের গর্জ পানিজাত ধন
সুসজ্জিত চৌদিকে করি বিস্তার ।

করাল কৃতান্ত বার অখালয়ে
উপস্থিত থাকি সভর হৃদয়ে
যোগ্যত আচার তৃণরাশি লয়ে
তাজিয়া আপন কর্ণের ভার

(১৭)

সেই বীর দর্প বিভব বিপুল
 সে জগন্ত গ্রহ সম বীরকুল
 সহনা কিসে সে মার্ত্তও অতুল
 খসি সে সাতাজ্য নিভিয়ে গেল ।

হরেছিল বটে জনক নন্দিনী ;
 সতী শাপে রক্ষ-কম-দিনমণি
 বীর-বৃন্দ-দীপ-মজ্জিত বিপনি
 শুধু কি সতীর খাসে নিভিল ?

ছক্কতের ফল দূরে কি নিকটে
 ঘটে থাকে সত্য মল্লজ ললাটে
 তা বলে কি কভু দীপায়ি নিকটে
 শুধার অর্ণব অতল জল ?

শুধু কি সতীর সম্ভাপে রাবণ—
 —মধ্যাহ্নে কি সেই জগন্ত তপন
 খসিয়া পড়িত সহ গ্রহগণ
 না থাকিত যদি ক্রুর সে বল ?

যদি সে বিধর্মী ক্রুর বিভীষণ
 আশ্রোদ্রোহী হয়ে শত্রুর স্মরণ
 না লইত ;—কহি শুষ্ঠ বিবরণ
 যদি না রাঘবে মঙ্গলা দিত ?

সে সাহস-শৌর্য্য-সজ্জিত তরুণী
 সহ কি তবে সে রক্ষ নৃপ মণি
 নর-কপী-রণ-নাগরে অমনি
 ভুবি রসাতলে অদৃশ্য হত ?

যখন কাতরে বীরেন্দ্র রাবণি
 কহে খুল্লতাতে সবিনয় বাণী ;
 —ছাড় তাত পথ আনিব এখনি
 অস্ত্রাগারে পশি ভীষণ অসি ।

করিলাম তাত অগ্নি উপাসনা
 কর আশীর্বাদ পুরুষ বাসনা
 বিনাশি রিপুরে পিতার ভাবনা
 ঘুটাইব রণ-তরঙ্গে পনি ।—

কি উত্তর দিল তখন পামর ;
 কি রূপে সৌমিত্রি করিল সমর ;
 কেমনে লঙ্কার গৌরব-ভাঙ্গর
 স্বজাতি-বিদ্রোহ-নাঁরে ভুবিল ?

যেই কুন্তকর্ণ রাক্ষস অতুল
 মানব বানর ভঙ্কা সমতুল ;
 কিসে হল সেই বীরের নিশ্চূল ?—
 বিদ্রোহী সৈন্যের মরণা দিল ।

(১৯)

রাবণের গৃহে আছে মৃত্যুবাণ
কেমনে জানিবে বৈরী সে সন্ধান ?
রক্ষ কুলদ্বার কুমন্ত্রণা দান
করিয়া অগ্রজে হায় বধিল ।

এরূপে স্বজাতি-বিদ্রোহ-অনলে
রক্ষ বংশ ধ্বংস হইল অকালে
রাক্ষস সাম্রাজ্য গেল রসাতলে
কিছু চিহ্ন তার নাহিক আর ।

নাহি আর সেই স্বর্ণলঙ্কাপুরী,
এখন সে দেশ সামান্য নগরী ;
ভীম পারাবার তুলিয়া লহরী
জানাইছে শুধু অস্তিত্ব তার ।

স্বজাতি-বিদ্রোহ—ঈর্ষার অনলে
কোরব সাম্রাজ্য গেল রসাতলে—
আর্য্য-শৌর্য্য-রবি চির অস্তাচলে
ডুবিল ভারত করি আঁধার ।

দেখ চেয়ে ঐ হস্তিনা নগরী
ইন্দ্রাণয় জিনি ইন্দ্রপ্রস্থপুরী,
বিতবশালিনী সম ধনেশ্বরী ;
বীর-মাতা বীর-জনম-স্থান ।

দিল্লী নামে এবে আর্থের হস্তিনা
 বিজাতি-পদাঙ্ক-হৃদয়-মলিনা,
 কর-পদ-ভগ্ন রূপসী অঙ্গনা ;
 অন্নভাবে দীনা—কাতর প্রাণ ।

কোথায় সে সব কোথা আর্থাকুল,
 কোথা কর্ণবীর সংগ্রামে অতুল,
 রবির তনয় রবি সমতুল ;—
 বিক্রমে বাহার কম্পিত ধরা ?

কোথা সবাসাচী গাণ্ডীবী অর্জুন,
 কোথা দ্রোণাচার্য্য সমরে বিপুল,
 ভীম-কর্মা ভীম অরি নিহদন ;—
 যে ভাবিত ধরা সমান শরা ?

এ বিপুল পাণ্ডু-কৌরব সাম্রাজ্য
 নিঃকত্রিয় রণে হল আর্থ্য-রাজ্য ;
 কারণের যোগ্য হর সদা কার্য্য,
 দেখ মূলে আত্মদ্রোহিতানল ।

দৈব অনিবার্য্য দৈবজ্ঞেতে বলে ।
 শুধু দৈবে নাহি সমুদ্র উথলে,
 দৈবে গ্রহ নাহি ধসে ধরাতলে ;—
 —দৈব নহে শুধু করম ফল ।

অতুল ক্ষমতা রাজ সিংহাসন
 দেখি ইজ্রপ্রস্থ ক্রুর দুয়োধন
 প্রলয়ের বীজ করিলা বপন—
 জালিল হৃদয়ে অস্থানল ।

দহিল যে অগ্নি সোনার ভারত
 বহি-মুখ-বীক্ষ্য পতঙ্গের বৎ ;
 যে অগ্নি নিষ্কত্র করিলা ভারত—
 জলিল নিভূতে শিখাগ্নি তার ।

এই স্থানে হল আর্যের পতন ;
 নিভিল ভারত গৌরব তপন—
 আপনা আপনি করি ঘোর রণ ;
 করি আর্ঘ্যাবর্ত চির আঁধার ।

বৈরী ভাবে যবে কুরু-পাণ্ডুগণে
 সম্মুখীন হয়ে সমর অঙ্গনে
 হানিলা কৃপাণ আর্ঘ্য আর্ঘ্যগণে
 ঘোর সিংহনাদে করি চৌংকার ।—

আর্ঘ্য রাজ লক্ষ্মী তখনি চঞ্চলা ;
 চমকে বিজাতি-সৌভাগ্য-চপলা ;
 হিন্দুর ভবিষ্য ছায়া দেখা দিলা
 বিপুল গগন করি আঁধার ।

জাতীয় বিদ্রোহ স্ফূর্তির অনলে
কৌরব সাম্রাজ্য ধ্বংসিল অকালে ;
লক্ষ বীর শির লুপ্তিত ভূতলে ;
কুরুক্ষেত্র রাঙা রুধিরে তার ।

পুনঃ জন্মেছিল হিন্দুরাজগণ ;
করেছিল গর্বে শির উত্তোলন ;
উজলিয়া ছিল পুরুর কিরণ
মলিন এ ভারত বটে আবার ।

পুনঃ জাতীয় বিদ্রোহ বাটিকা বহিল,
একে একে সব প্রদীপ নিভিল ;
দৃষ্ট তক্ষশীল বিদ্রোহী হইল—
দহিল শত্রুর পদে অরণ ।

বিজ্ঞাতির সহ সম্বন্ধ স্থাপন
করি মানসিংহ লজ্জিতা নিয়ম ;—
প্রতাপের সহ করি ঘোর রণ
বহাল স্বজাতি রুধির ধার ।

মানসিংহ যদি বিপক্ষ না হত
তবে কি প্রতাপ-সূর্য্য অন্ত যেত,
উজ্জল করিত মাকি এ ভারত ;
বশো-রশ্মি ছটা করি বিস্তার ?

দেখি রাজ-ক্ৰী নব সিংহাসন
 জঁঝামনে লুক্ক জয়চাঁদ মন ;
 গোপনে শত্রুরে লিখিয়া লিখন
 বিনাশিলা পৃথ্বীরাজ মহান্ ।

স্বজাতি-বৈরিতা যে করিতে পারে
 কেমনেতে বৈরী বিশ্বাসিবে তারে ?
 বিধি তার বন্ধ থাকে কারাগারে
 রাখিতে অবোধ্য ঘৃণিত প্রাণ ।

অই দেখে চেয়ে যবন শিবিরে
 মহারাত্রিপতি শিবাজী কাতরে
 জয়সিংহ রায় কত্রকুলেশ্বরে
 বুঝাইছে কত মিনতি করি ।—

কার সনে কত্র ধর্মের পালন
 কর মহারাজ ; বিধর্মী যবন ;
 ত্যজহ যবনে ক্ষত্রিয় রাজন্ ;
 কি ভয় মরণে রণে না ডরি ।

মীরজাফর মিশি ক্রাইবের সনে
 মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসিল কেমনে ;
 স্বজাতি-বৈরিতা করিয়া গোপনে
 আপনারও ছাই পাড়িলা পাতে ।

হায় এ ভীষণ দীর্ঘা, জাতীয় বিবাদ
 দূর হবে যবে অন্তর হতে
 তবেই সে দেশ উঠিবে ফুটিয়া
 চির-স্বাধীনতা-রবি-বিভাতে ।

কাল ভিন্ন সেই সাম্রাজ্য ধ্বংসিতে
 না পারিবে শত্রু বলে কি ছলে ;
 কি সাধ্য বৈরীর জাতীয় বিবাদ
 ভিন্ন সিংহাসন লইতে বলে ।

কখন কি হায় জাতীয় একতা
 বঙ্গবাসী হৃদে উদয় হবে ;
 কখন কি ওগো দীন বঙ্গবাসী
 এ রত্ন লভিতে যতন পাবে ?

জাতীয়-একতা-হৃর্ভেদ্য-তোষণ
 যদি কভু বঙ্গে স্থাপিত হয়
 অবশ্য বুচিবে হৃদ্দিন তখন—
 সেই দিন হবে ভারতে জয় ।

জাতীয় বিবাদ জাতীয় একতা
 উন্নতি ও অধঃপতন হেতু ;
 প্রবল-বিদ্রোহ-অকুল-মাগরে
 জাতীয় একতা স্ফূট নেতু ।

(২৫)

ঋণ-শোধ ।

বুঝি এসেছে সে দিন—
 কর পণ শোধিবারে মাতৃ-মেহ-ঋণ ।
 অরি সেই মহামতি,
 প্রতাপ চিতোর-পতি,
 হও দৃঢ় ব্রতে ব্রতী—স্ববশ স্বাধীন ;
 লহ ব্রত শোধিবারে মাতৃ-মেহ-ঋণ ।
 যে বুঝে সর্বদা স্বীয়,
 ভোগ কোথা তার প্রিয়,
 সদা শোক কি ছুর্ভোগ ভোগে পরাধীন ।
 মাথিলে সাধনা সিদ্ধ,
 দেখ ঋষি বিশ্বামিত্র,
 শক্তের ত্রিকুল মুক্ত সদা—চিরদিন ;
 প্রাণ পণ করি শোধ মাতৃ-মেহ-ঋণ ।

সমুদ্রে-গর্জন প্রবণে ।

বহুজনাকীর্ণ স্থানে বহু সংবর্ধনে
 উঠে যে হুলহলাধ্বনি, লয় মোর মনে
 এও তাই । সহস্রের বাত প্রতিঘাতে
 সমুখিত ও কল্লোল মিশেছে ভোমারে ।

বিপুল তরঙ্গ-ভঞ্জে শত স্রোতস্বিনী—
 তারি ঐক্যতান, তারি ও মহারাগিনী
 ধ্বনিত হতেছে চির নীলান্বর তলে ;
 মহাছন্দে মহাবাগী গজ্জিয়া উথলে ।
 শত উন্মাদিনী যেন মিলে এক স্থানে
 নাচিছে উতলি বাহ, তাণ্ডব নর্তনে
 হারাইয়া দিখিদিব্ধ ; কেন-কুল হাসি
 তরঙ্গে তরঙ্গে ছোটে উচ্ছ্বাসি উচ্ছ্বাসি ;—
 অমনি প্রচণ্ড নৃত্যে নারী গরীয়সী
 নেচেছিল ঝান্সীর শ্রেয়সী মহিষী ।
 অমনি ভৈরব নৃত্যে অমনি নির্ভীক,
 মেতেছিল একদিন মহারাষ্ট্র শিখ ;
 তোমারি তোমারি কাছে, উন্নত পাখার,
 শিখেছিল ওই নৃত্য ভেজস্বী, তাতার ;
 একদিন ওই নৃত্য ওই মহাগান
 শিখেছিল পরে পরে দারা হিন্দুস্থান ।
 আজি তারা নিদ্রামগ্ন ।—কি অভিসম্পাতে
 জাগে না হৃদয় আর ওই মহাবাতে ।
 ওই গান ওই তান না শিখায় কারে
 একতার পরাক্রম অবনী মাঝারে ।
 অমনি উন্মাদ নৃত্যে চমকিয়া বোম
 নেচেছিল ভীম গ্রীস্ ; মহাভূমি রোম ।
 চলেছে তোমার নৃত্য চির অবিরাম ;—
 তারা আজি স্থপ্তিকোড়ে লভিছে বিশ্রাম ।

নাহি কি ও কণ্ঠে তবে সেই উল্লাসনা ;
 ওই নৃত্যে আজি আর নাচিয়া উঠেনা
 গগন কম্পিত করি — মহাঘোর রোলে
 শুধুই ও ব্যর্থ বাণী নিয়ত উথলে !

